বাংলাদেশ দূতাবাস

বেইজিং

২৫ মার্চ ২০২৪

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## যথাযথ মর্যাদায় বেইজিং-এ গণহত্যা দিবস পালন

আজ ২৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে বেইজিং-এ যথাযোগ্য ও ভাবগম্ভীর মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত হয়। জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ১ মিনিট নীরবতা পালন এবং পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ শে মার্চ কালো রাতে নিহত সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি জাতীয় চার নেতা, ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারা মা-বোন ও যেসব মুক্তিযোদ্ধা এখনো জীবিত আছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালো রাতের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেরও একটি কালো অধ্যায়। গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে আন্তর্জাতিক জনমত আদায়ে জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বলে রাষ্ট্রদূত অভিমত ব্যক্ত করেন।তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ভিশন-২০৪১, ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অবদান রাখার আহবান জানান। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যরাও বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে গণহত্যার উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ ও প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

***

EMBASSY OF BANGLADESH
Beijing
বেইজিং
বাংলাদেশ দূতাবাস